MEET THE PRESS

COLD CHAIN BANGLADESH 2024

Date: 28 March 2024 | Venue: Bangladesh Cold Storage Association

Organized By

SAVOR INTERNATIONAL LIMITED

In Association with

BCSA

Associate Partners

Event Partner

PR REPORT

daily sun
Saturday 30 March 2024

First-ever Int'l Cold Chain Bangladesh exhibition begins 16 May at ICCB

Daily Sun Report, Dhaka

Update: Thursday 28 March, 2024 17:27

Photo: Courtesy

The country's first-ever International Cold Chain Bangladesh-2024 exhibition will be held at the International Convention City Bashundhara (ICCB) in Dhaka on 16 May with a view to fostering the benefit of the entire cold chain industry of the country.

Bangladesh Cold Storage Association (BCSA) President Mostofa Azad Chowdhury Babu made the disclosure at a press conference at its auditorium in the capital on Thursday.

He said Savor International Ltd and the BCSA will jointly organise the three-day expo.

A total of 180 stalls from 14 countries will display cold storage infrastructure, equipment, machinery, refrigeration industries, packaging and labelling supplies, logistics services, freight forwarding and cold chain transportation, lab equipment, and ICT solutions at the event.

"A lot of agricultural goods, including around 8-10 lakh tonnes of onions, get rotten every year against the demand for 33 lakh tonnes in the country. To reduce the wastage of agricultural goods, we should develop our cold chain management. Otherwise, we cannot resolve the problems of food deficit," he said.

There are currently 471 cold storages in the country and most of those are used for potatoes, said Mostofa, former senior vice-president of the Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industry (FBCCI).

"We need more investments in the industry to store various items, including onions, tomatoes, carrots, meat, dates, and fruits to ensure food security."

He demanded government policy support and loans at low-interest rates for the sector, and the formation of a cell jointly by finance, commerce, agriculture, and environment ministries as well as the BCSA to develop the sector.

দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

কোল্ড চেইনের উন্নয়নে সমন্বিত নীতির বাস্তবায়ন চান শিল্প উদ্যোক্তারা

ইত্তেফাক অনলাইন ডেস্ক

প্রকাশ : ২৮ মার্চ ২০২৪, ২৩:৪৪

বাংলাদেশের পচনশীল পণ্যের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সরবরাহ ঠিক রাখতে কোল্ড চেইন ব্যবস্থার উন্নয়নের দাবি জানিয়েছেন খাত সংশ্লিষ্ট শিল্প উদ্যোক্তারা। সমন্বিত কোল্ড চেইন নীতি নির্ধারণ ও কোল্ড স্টোরেজ ব্যবসায়ীদের জন্য স্বল্প সুদে লোনের ব্যবস্থা করে এই খাতের উন্নয়নের জন্যে আহবান জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা।

বৃহস্পতিবার (২৮ মার্চ) পল্টনের বাংলাদেশ কোল্ড স্টোরেজ অ্যাসোসিয়েশন ও সেভার ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড আয়োজিত এক 'মিট দ্য প্রেস' অনুষ্ঠানে এই আহবান জানানো হয়।

সংবাদ সম্মেলনে বক্তরা বলেন, দেশে বর্তমানে ৪ শতাধিক কোল্ড স্টোরেজ রয়েছে। যেগুলোতে আলু সংরক্ষণ করা হয়। কিন্তু দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতে উদ্যোক্তারা চান পেঁয়াজ, টমেটো, গাজর, মাংস, খেজুরসহ বিভিন্ন পণ্য সংরক্ষণের জন্য কোল্ড স্টোরেজ তৈরিতে নতুন বিনিয়োগ করতে। এ জন্য সরকারের কাছে কম সুদে মূলধন ঋণ এ খাতের উদ্যোক্তারা।

কোল্ড স্টোরেজ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মোস্তফা আজাদ চৌধুরী বলেন, 'বর্তমানে ব্যাংক ঋণের সুদ ১৩-১৪ শতাংশ। উচ্চ সুদে ঋণ নিয়ে আমরা প্রজেক্ট করলে সেটা লাভজনক করা মুশকিল হয়ে পড়বে। এ কারণে সরকার আমাদেরকে বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে বা বিদেশ থেকে ফান্ড নিয়ে ৩-৪ শতাংশ সুদে ঋণ দেয় তাহলে আমরা এ খাতে বিনিয়োগ করতে পারব।

তিনি আরও বলেন, দেশের কোল্ড স্টোরেজগুলোতে ৪টি করে চেম্বার রয়েছে। যেগুলো দুর্বলভাবে ব্যবসা করছে। সেগুলোর একটি বা দুটি চেম্বারকে বিশেষভাবে পেঁয়াজ বা অন্য পেরিশেবল কৃষিপণ্য সংরক্ষণের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। এ জন্য দরকার বিনিয়োগ। সে সহায়তাটুকু সরকারের কাজ থেকে আমরা চাই।

অনুষ্ঠানে সাপ্লাই চেইনে কোল্ড স্টোরেজ আমাদের কি ভূমিকা রাখবে তা নিয়ে বাংলাদেশ কোল্ড স্টোরেজ অ্যাসোসিয়েশন ও সেভার ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড তিনদিনব্যাপী বসুন্ধরার আইসিসিবিতে প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে। মেলাটি ১৬ মে থেকে ১৮ মে পর্যন্ত চলবে বলে মিট দ্যা প্রেস অনুষ্ঠানে ঘোষণা দেওয়া হয়। এতে কোল্ড স্টোরেজের নানা প্রযুক্তির প্রদর্শনী থাকবে।

ব্লামা, রেফ্রিজারেশন, এয়ার কন্ডিশনিংয়ের প্রেসিডেন্ট এবং কোল্ড চেইন পলিসি ইমপ্লিমেন্টেশন সংক্রান্ত এফবিসিসিআইয়ের স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান বলেন, পুরো একটি কোল্ড স্টোরেজ আমদানি করতে আমাদের ১% এর মতো শুল্ক দিতে হয়। কিন্তু যখন এর একটা পার্টস আমদানি করতে হয় তখন আমাদের এই শুল্ক ১৩০% হয়ে যায়। বিনিয়োগের জন্য এটা একটা বড় সংকট। এটা ৩-৫% এর মধ্যে হলে ভালো হয়।

বক্তারা আরও বলেন, ভারত পেঁয়াজ রপ্তানি বন্ধ করলেই সংকট হয়, অথচ আমাদের পেঁয়াজ নষ্ট হয়। এর জন্য স্পেশালাইজড কোল্ড স্টোরেজ দরকার। সবজি, আম, টমেটো, গাজরের জন্য কোল্ড স্টোরেজ দরকার। কারণ হাজার হাজার টন এ সব খাদ্য পণ্য উৎপাদন করলেও তা একটা সময় মাঠেই নষ্ট হয়। এখানে খাদ্য নিরাপত্তার জন্য স্টোরেজ গুরুত্বপূর্ণ।

কোল্ড স্টোরেজ অ্যাসোসিয়েশনের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ইসতিয়াক আহমেদ বলেন, কোল্ড স্টোরেজ শুধু খাদ্য নিরাপত্তা নয়, নিরাপদ খাদ্যের জন্যও দরকার। কারণ অনেক খাবারে প্রিজারভেটিভ দিয়ে সংরক্ষণ করতে হয়, যেটা কোল্ড স্টোরেজে রাখতে হলে দরকার হবে না। এখানেও আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে।
অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সেভার ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. ফয়জুল আলম চৌধুরী।

অপরদিকে এক প্রশ্নের উত্তরে মোস্তফা আজাদ চৌধুরী বলেন, উৎপাদন কম হওয়ার কারণে এ বছর ৫০ টাকার বেশি দাম দিয়ে ভোক্তাদের আলু কিনে খেতে হবে বলে বাংলাদেশ কোল্ড স্টোরেজ অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়।

তিনি বলেন, গত বছর কোল্ড স্টোরেজে যে সব আলু সংরক্ষণ করা হয়েছিল সেগুলো ৮-১২ টাকা কেজি দরের আলু ছিল। এবারে যেগুলো রাখা হচ্ছে সেগুলো ২৫-৩০ টাকায় কেনা আলু, কৃষকরা এবার এই দামে আলু বিক্রি করেছে। কয়েকগুণ বেশি দাম দিয়ে এসব আলু যখন বাজারে আসবে তখন এর দামও বেশি হবে।
ঢাকার বাজারে অবশ্য এখনই ৪৫ টাকা কেজি দরে আলু বিক্রি হচ্ছে বলে জানা গেছে।

এ ছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও রোগবালাইয়ের কারণে এ বছর অন্তত ২০ ভাগ আলুর উৎপাদন কম হয়েছে। একইসঙ্গে সংকট ও বাজার অস্থিরতার কারণে ভালো দাম পেয়ে কৃষক অন্তত ৩০ ভাগ আলু তুলে বাজারে বিক্রি করে দিয়েছে। মুন্সিগঞ্জের কোল্ড স্টোরেজগুলোতে এ বছর ৩০ ভাগ কম আলু সংরক্ষণ হয়েছে, ঠাকুরগাঁও, রংপুরের মতো জায়গাগুলোতে ১০-২০ ভাগ কম আলু সংরক্ষণ করা হয়েছে। যে কারণে এ বছর বেশি দাম দিয়ে আলু খেতে হবে।

বণিকবার্তা

আসন্ন কোল্ড চেইন বাংলাদেশ প্রদর্শনী উপলক্ষে মিট দ্য প্রেস

মার্চ ২৯, ২০২৪

ছবি : সংগৃহীত

সেভার ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড এবং বাংলাদেশ কোল্ড স্টোরেজ অ্যাসোসিয়েশন (বিসিএসএ) যৌথভাবে আসন্ন কোল্ড চেইন বাংলাদেশ ২০২৪ প্রদর্শনীর জন্য মিট দ্য প্রেস আয়োজন করা হয়। গতকাল বিসিএসএ প্রাঙ্গণে এটি অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিসিএসএর সভাপতি মোস্তফা আজাদ চৌধুরী, সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ইসতিয়াক আহমেদ এবং সেভার ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. ফয়জুল আলমসহ আরো অনেকে।

NEWAGE

Bangladesh Cold Storage Association president Mostofa Azad Chowdhury Babu, Bangladesh Refrigeration and Air-conditioning Merchant Association president Mohammad Asaduzzaman and Savor International Ltd managing director Md Faizul Alam, among others, are present at a press meeting in the capital Dhaka on Thursday. —New Age photo

Integrated policy for cold chain dev demanded

United News of Bangladesh · Dhaka

BANGLADESH Cold Storage Association on Thursday urged for an integrated policy for the development of cold chain infrastructure in the country to ensure a strategic supply of perishable goods such as potatoes, onions, and tomatoes in off-seasons.

The leaders of BCSA said this at a meet the press, held at BSCA Office at Paltan in the capital Dhaka ahead of the Cold Chain Bangladesh-2024 exhibition, scheduled to be held at the International Convention City Bashundhara in the city in May this year.

Savor International Ltd, in collaboration with the BCSA, will organise the exhibition, with participation of 14 countries.

Mostofa Azad Chowdhury Babu, president of BCSA, said that there was an urgent need to reform the current financial structure including introducing lower interest rates for investments in cold chain management.

He highlighted the necessity of accessing loans from foreign sources at lower interest rates to facilitate the development of state-of-the-art cold chains.

The BCSA president said that in the exhibition, stakeholders would advocate for implementing public-private partnerships in cold chain management, emphasising the importance of specialised cold storage facilities and post-harvest management education for farmers and industry professionals.

In response to a question, he expressed concerns over potential potato shortages and urged authorities to provide accurate data on potato

Continued on page 11 Col. 1

The
Business Post
Saturday, March 30, 2024

Integrated policy needed to enhance cold chain efficiency: BCSA

Cold Chain Bangladesh 2024 Exhibition to begin May 16

Staff Reporter

Bangladesh Cold Storage Association (BCSA) has urged for the enactment of an integrated policy for the development of cold chain infrastructure to ensure a strategic supply of perishable goods such as potatoes, onions, and tomatoes in off-seasons.

Their call to action at a press briefing coincided on Thursday with the announcement of the Cold Chain Bangladesh 2024 exhibition, scheduled to be held at the International Convention City Bashundhara (ICCB) from May 16 to 18.

Savor International Ltd, in collaborating with the Bangladesh Cold Storage Association (BCSA), will organise the event, with the participation of 14 countries.

Md Faizul Alam, managing director of Savor International Ltd, while moderating the event told the media that the exhibition would serve as a platform to showcase advancements in cold chain technologies and discuss strategies to enhance the efficiency of cold storage and logistics in Bangladesh.

He emphasised the necessity of an integrated policy for cold chain management involving multiple government ministries, industry stakeholders, and experts to address the evolving needs of the agricultural and perishable goods sector.

Mostofa Azad Chowdhury Babu, president of BCSA, said there is an urgent need to reform the current financial structure to incentivise investments in cold chain management.

He highlighted the necessity of accessing loans from foreign sources at lower interest rates to facilitate the development of state-of-the-art cold chains.

"At present, the bank loan interest is set at 13-14 per cent. If we take projects with high-interest loans, it will not be profitable. Therefore, the government should arrange special loans at low interest through Bangladesh Bank or by bringing funds from abroad," he added.

Babu also stated during the exhibition, stakeholders will advocate for implementing public-private partnerships (PPPs) in cold chain management, emphasising the importance of specialised cold storage facilities and post-harvest management education for farmers and industry professionals.

Mohammad Asaduzzaman, president of Bangladesh Refrigeration and Air-conditioning Merchant Association (BRAMA) and chairman of the Standing Committee on Refrigeration, Air Conditioning, and Cold Chain Policy Implementation of FBCCI, addressed the challenges faced in importing cold storage equipment and spare parts, urging for a reduction in import duties to stimulate investment in the country's cold chain infrastructure.

He said, importing an entire cold storage structure requires us to pay a duty of 1 per cent. But when we have to import one of its parts, our duty becomes 130 per cent. It is a big crisis for investment. It is better if it is between 3-5 per cent.'

Istiaque Ahmed, senior vice president of the Cold Storage Association, emphasised that cold storage is essential not only for food security but also for ensuring food safety by reducing the need for harmful preservatives.

Md Hasmotuzzaman, chairman RP, ASHRAE Bangladesh Chapter also spoke among others.

Savor International Ltd MD Md Faizul Alam, BCSA President Mostofa Azad Chowdhury Babu, BRAMA President Mohammad Asaduzzaman and others at the press briefing in Dhaka on Thursday - Courtesy Photo

dailyobserver
We stand for people's rights

Cold chain policy vital for investment in preservation of perishable goods

Business Correspondent

Leaders of Bangladesh's cold storage industry have been urging the government to enact a unified policy to bolster the country's cold chain infrastructure. This improved system would ensure a steady supply of perishable goods, such as potatoes, onions, and tomatoes, even during off-seasons, they said

The call was made along with announcement of the upcoming Cold Chain Bangladesh-2024 exhibition, scheduled for May 16th to 18th. Organizers aim to showcase advancements in cold chain technology and discuss strategies to streamline cold storage and logistics across Bangladesh.

Specialized cold storage facilities and improved post-harvest management education for farmers and industry professionals were identified as further priorities.

The high cost of importing cold storage equipment and spare parts was another point of discussion. Mohammad Asaduzzaman, President of the Bangladesh Refrigeration and Air-conditioning Merchant Association, urged a reduction in import duties to stimulate investment.

Istiaque Ahmed, Senior Vice President of the Cold Storage Association, emphasized the dual role cold storage plays in both food security and food safety by minimizing dependence on harmful preservatives.

While attending a press conference in the city on Thursday the industry leaders emphasized the critical need for a comprehensive cold chain policy involving various government ministries, industries stakeholders, and experts. This collaboration would address the evolving needs of the agricultural and perishable goods sector.

Md Faizul Alam, Managing Director of Savor International Ltd., stressed the importance of revamping the current financial structure to incentivize investments in cold chain development. He highlighted the need for access to low-interest foreign loans to facilitate the construction of modern cold chain facilities.

Public-private partnerships (PPPs) were also emphasized as a way to move forward. Stakeholders believe PPPs would be instrumental in cold chain management.

Industry leaders expressed concern over potential potato shortages. Mostafa Azad Chowdhury Babu, President of Bangladesh Cold Storage Association (BCSA), urged authorities to provide accurate data on potato production to prevent market disruptions.

He warned that consumers might face potato prices exceeding 50 taka per kilogram, given the current farm gate price of 27-32 taka per kilogram, a significant increase from last year's maximum of 18 taka per kilogram.

The Cold Chain Bangladesh 2024 exhibition promises to be a platform for collaboration and progress. By addressing the concerns raised by industry leaders and implementing an integrated cold chain policy, Bangladesh can ensure a more stable and secure supply of perishable goods for its citizens.

The Bangladesh Today

Savor International Ltd. and the Bangladesh Cold Storage Association (BCSA) jointly hosted "Meet the Press" event to for the upcoming Cold Chain Bangladesh 2024 exhibition. The event took place on Thursday at the BCSA premises. Photo: Courtesy

Savor International & BCSA jointly hosts "Meet the Press"

DHAKA: Savor International Ltd. and the Bangladesh Cold Storage Association (BCSA) jointly hosted "Meet the Press" event to for the upcoming Cold Chain Bangladesh 2024 exhibition. The event took place on Thursday at the BCSA premises, a press release said.

The purpose of this gathering is to provide the details for upcoming Cold Chain Bangladesh 2024 exhibition, which is scheduled to take place from May 16 to May 18, 2024, at the International Convention City Bashundhara (ICCB). This exhibition serves as a platform to showcase advancements in cold chain technologies and discuss strategies to enhance the efficiency of cold storage and logistics in Bangladesh. Many companies from different parts of the world are going to join this exhibition.

There was valuable insights and discussions on the significance of cold chain infrastructure in Bangladesh's agricultural and food sectors.

Among the guests, Mostofa Azad Chowdhury, President, Bangladesh Cold Storage Association (BCSA), Istiaque Ahmed, Senior Vice President, Bangladesh Cold Storage Association (BCSA), Engr. Md. Hasmotuzzaman, Chairman RP, ASHRAE Bangladesh Chapter, Mohammad Asaduzzaman, President, BRAMA, Chairman, Standing Committee on Refrigeration, Air Conditioning, and Cold chain policy Implementation (FBCCI), and Md. Faizul Alam, Managing Director, Savor International Ltd. were present at the ceremony.

নয়া দিগন্ত

১৬ মে শুরু হচ্ছে [illegible] বাংলাদেশ প্রদর্শনী

[illegible]

মানবজমিন

তিনদিন ব্যাপী কোল্ড চেইন প্রদর্শনী ১৬ই মে

কুল চেইন উন্নয়নের জন্য সমন্বিত নীতির বাস্তবায়ন চান শিল্প উদ্যোক্তারা

অর্থনৈতিক রিপোর্টার

(১ দিন আগে) ২৮ মার্চ ২০২৪, বৃহস্পতিবার, ৭:২৪ অপরাহ্ন

বাংলাদেশের পচনশীল পণ্যের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সরবরাহ ঠিক রাখতে কোল্ড চেইন ব্যবস্থার উন্নয়নের দাবি জানিয়েছেন খাত সংশ্লিষ্টরা। সমন্বিত কুল চেইন নীতি নির্ধারণ ও কোল্ড স্টোরেজ ব্যবসায়ীদের জন্য স্বল্প সুদে ঋণের ব্যবস্থা করে এই খাতের উন্নয়নের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা।

বৃহস্পতিবার পল্টনের বাংলাদেশ কোল্ড স্টোরেজ এসোসিয়েশন ও সেভার ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড আয়োজিত এক 'মিট দ্য প্রেস' অনুষ্ঠানে এই আহ্বান জানানো হয়।

দেশে বর্তমানে ৪ শতাধিক কোল্ড স্টোরেজ রয়েছে। যেগুলোতে আলু সংরক্ষণ করা হয়। কিন্তু দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পিয়াজ, টমেটো, গাজর, মাংস, খেজুর সহ বিভিন্ন পণ্য সংরক্ষণের জন্য কোল্ড স্টোরেজ তৈরিতে নতুন বিনিয়োগ করতে চান উদ্যোক্তারা। এ জন্য সরকারের কাছে কম সুদে মূলধন ঋণ এ খাতের উদ্যোক্তারা।

মিট দ্য প্রেস অনুষ্ঠানে কোল্ড স্টোরেজ এসোসিয়েশনের সভাপতি মোস্তফা আজাদ চৌধুরী বলেন, 'বর্তমানে ব্যাংক ঋণের সুদ ১৩-১৪%। উচ্চ সুদে ঋণ নিয়ে আমরা প্রজেক্ট করলে সেটা লাভজনক করা মুশকিল হয়ে পড়বে। এ কারণে সরকার বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে বা বিদেশ থেকে ফান্ড এনে আমাদেরকে ৩-৪% সুদে ঋণ দেয়া হলে আমরা এ খাতে বিনিয়োগ করতে পারবো। তিনি বলেন, দেশের কোল্ড স্টোরেজগুলোতে ৪টি করে চেম্বার রয়েছে। যেগুলো দুর্বলভাবে ব্যবসা করছে, সেগুলোর একটি বা দুটি চেম্বারকে বিশেষভাবে পিয়াজ বা অন্য পেরিশেবল কৃষিপণ্য সংরক্ষণের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। এজন্য দরকার বিনিয়োগ, যে সহায়তাটুকু সরকারের কাজ থেকে আমরা চাই।

অনুষ্ঠানে সাপ্লাই চেইনে কোল্ড স্টোরেজ আমাদের কি ভূমিকা রাখতে তা নিয়ে বাংলাদেশ কোল্ড স্টোরেজ এসোসিয়েশন ও সেভার ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড তিনদিন ব্যাপী বসুন্ধরার আইসিসিবিতে প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে।

Replay Learn more

মেলাটি ১৬ মে থেকে ১৮ই মে পর্যন্ত চলবে বলে অনুষ্ঠানে ঘোষণা দেয়া হয়। এতে কোল্ড স্টোরেজের নানা প্রযুক্তির প্রদর্শনী থাকবে।

মিট দ্য প্রেস অনুষ্ঠানে মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান, প্রেসিডেন্ট, ব্রাম্যা, রেফ্রিজারেশন, এয়ার কন্ডিশনিং এবং কোল্ড চেইন পলিসি ইমপ্লিমেন্টেশন সংক্রান্ত এফবিসিসিআইয়ের স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান বলেন, পুরো একটি কোল্ড স্টোরেজ আমদানি করতে আমাদের ১% এর মতো শুল্ক দিতে হয়। কিন্তু যখন এর একটা পার্টস আমদানি করতে হয় তখন আমাদের এই শুল্ক ১৩০% হয়ে যায়। বিনিয়োগের জন্য এটা একটা বড় বাধা। এটা ৩-৫% এর মধ্যে হলে ভালো হয়।

বক্তারা বলেন, ভারত পিয়াজ রপ্তানি বন্ধ করলেই দেশে পণ্যটির সংকট শুরু হয় অথচ আমাদের পিয়াজ নষ্ট হয়। এর জন্য স্পেশালাইজড কোল্ড স্টোরেজ দরকার। কমলা, আম, টমেটো, গাজরের জন্য কোল্ড স্টোরেজ দরকার। কারণ হাজার হাজার টন এসব খাদ্য পণ্য উৎপাদন করলেও তা একটা সময় মাঠেই নষ্ট হয়। এখানে খাদ্য নিরাপত্তার জন্য স্টোরেজ গুরুত্বপূর্ণ।

অনুষ্ঠানে কোল্ড স্টোরেজ এসোসিয়েশনের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ইসতিয়াক আহমেদ বলেন, কোল্ড স্টোরেজ শুধু খাদ্য নিরাপত্তা নয়, নিরাপদ খাদ্যের জন্যও দরকার। কারণ অনেক খাবারে প্রিজারভেটিভ দিয়ে সংরক্ষণ করতে হয়, যেটা কোল্ড স্টোরেজে রাখতে হলে দরকার হবে না। এখানেও আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সেভার ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. ফয়জুল আলম চৌধুরী।

অপরদিকে এক প্রশ্নের উত্তরে মোস্তফা আজাদ চৌধুরী বলেন, উৎপাদন কম হওয়ার কারণে এ বছর ৫০ টাকার বেশি দাম দিয়ে ভোক্তাদের আলু কিনে খেতে হবে বলে বাংলাদেশ কোল্ড স্টোরেজ এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ কোল্ড স্টোরেজ এসোসিয়েশনের সভাপতি মোস্তফা আজাদ চৌধুরী বলেন, গত বছর কোল্ড স্টোরেজে যেসব আলু সংরক্ষণ করা হয়েছিল সেগুলো ৮-১২ টাকা কেজি দরের আলু ছিল। এবার সেই আলু ২৫-৩০ টাকায় কেনা হচ্ছে। কৃষকরা এবার এই দামে আলু বিক্রি করেছে। কয়েকগুণ বেশি দাম দিয়ে এসব আলু যখন বাজারে আসবে তখন এর দামও বেশি হবে। ঢাকার বাজারে অবশ্য এখনই ৪৫ টাকা কেজি দরে আলু বিক্রি হচ্ছে বলে জানা গেছে।

তিনি বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও রোগবালাইয়ের কারণে এ বছর অন্তত ২০% আলুর উৎপাদন কম হয়েছে। একই সঙ্গে সংকট ও বাজার অস্থিরতার কারণে ভালো দাম পেয়ে কৃষক অন্তত ৩০% আলু তুলে বাজারে বিক্রি করে দিয়েছে। মুন্সিগঞ্জের কোল্ড স্টোরেজগুলোতে এ বছর ৩০% কম আলু সংরক্ষণ হয়েছে, ঠাকুরগাঁও, রংপুরের মতো জায়গাগুলোতে ১০-২০% কম আলু সংরক্ষণ করা হয়েছে। যে কারণে এ বছর বেশি দাম দিয়ে আলু খেতে হবে।

আমাদের সময়

আলুর কেজি ৫০ টাকা ছাড়াতে পারে

■ বিসিএসএ

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

গত বছরের চেয়ে এবার দ্বিগুণেরও বেশি দামে আলু কিনতে হচ্ছে বলে দাবি করেছেন কোল্ড স্টোরেজের মালিকরা। ফলে আগামীতে আলুর দাম বেড়ে যেতে পারে বলে জানিয়েছেন তারা। বাংলাদেশ কোল্ড স্টোরেজ অ্যাসোসিয়েশনের (বিসিএসএ) সভাপতি মোস্তফা আজাদ চৌধুরী বলেছেন, গত বছর প্রান্তিক পর্যায়ে আলুর দাম ছিল ৮ থেকে ১২ টাকা। এবার কৃষক থেকে ২৫ থেকে ৩২ টাকা কেজি দরে আলু ক্রয় করতে হয়েছে। ক্রয়মূল্য বেশি হওয়ায় এবং আলুর উৎপাদন কম হওয়ায় এ বছর খুচরায় আলুর কেজি ৫০ টাকা ছাড়াতে পরে।

গতকাল রাজধানীর পুরানা পল্টনে সংবাদ সম্মেলনে মোস্তফা আজাদ এ কথা বলেন। আসন্ন কোল্ড চেইন বাংলাদেশ প্রদর্শনী উপলক্ষে সেভর ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড এবং বিসিএসএ এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে। মোস্তফা আজাদ বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও রোগ-বালাইয়ের কারণে এ বছর অন্তত ২০ শতাংশ আলুর উৎপাদন কম হয়েছে। একই সঙ্গে সংকট ও বাজার অস্থিরতার কারণে ভালো দাম পেয়ে কৃষকরা অন্তত ৩০ শতাংশ আলু আগাম বাজারে বিক্রি করে দিয়েছে। মুন্সীগঞ্জের কোল্ড স্টোরেজগুলোতে এ বছর ৩০ শতাংশ কম আলু সংরক্ষণ করা হয়েছে। ঠাকুরগাঁও, রংপুরেও ১০ থেকে ২০ শতাংশ কম আলু সংরক্ষণ করা হয়েছে। ফলে এবার বেশি দাম দিয়ে আলু খেতে হবে।

আলু আমদানি প্রসঙ্গে মোস্তফা আজাদ বলেন, কৃষক বেশি লাভের আশায় পরিপক্ব হওয়ার আগেই আগাম আলু তোলায় এবার ঘাটতি হবে। ফলে এবারও আলু আমদানি করতে হবে। ইতোমধ্যে পটেটো চিপস কোম্পানিগুলোর চাহিদার কারণে এক হাজার টন আলু আমদানি করা হয়েছে। সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, রাজধানীর কুড়িলে অবস্থিত ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় আগামী ১৬ থেকে ১৮ মে তিন দিনব্যাপী 'কোল্ড চেইন বাংলাদেশ ২০২৪' প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হবে।

যুগান্তর

কোল্ড চেইন উন্নয়নে সমন্বিত নীতির বাস্তবায়ন চান শিল্প উদ্যোক্তারা

যুগান্তর ডেস্ক
২৮ মার্চ ২০২৪, ০৭:১৯ পিএম | অনলাইন সংস্করণ

বাংলাদেশের পচনশীল পণ্যের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সরবরাহ ঠিক রাখতে কোল্ড চেইন ব্যবস্থার উন্নয়নের দাবি জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা।

সমন্বিত কোল্ড চেইন নীতি নির্ধারণ ও কোল্ড স্টোরেজ ব্যবসায়ীদের জন্য স্বল্প সুদে লোনের ব্যবস্থা করে এ খাতের উন্নয়নের জন্যে আহবান জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা।

বৃহস্পতিবার পল্টনে বাংলাদেশ কোল্ড স্টোরেজ অ্যাসোসিয়েশন ও সেভার ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ আহবান জানানো হয়।

দেশে বর্তমানে ৪ শতাধিক কোল্ড স্টোরেজ রয়েছে। যেগুলোতে আলু সংরক্ষণ করা হয়। কিন্তু দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতে উদ্যোক্তারা চান পেঁয়াজ, টমেটো, গাজর, মাংস, খেজুর সহ বিভিন্ন পণ্য সংরক্ষণের জন্য কোল্ড স্টোরেজ তৈরিতে নতুন বিনিয়োগ করতে। এ জন্য সরকারের কাছে কম সুদে মূলধন চান এ খাতের উদ্যোক্তারা।

সংবাদ সম্মেলনে কোল্ড স্টোরেজ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মোস্তফা আজাদ চৌধুরী বলেন, বর্তমানে ব্যাংক ঋণের সুদ ১৩-১৪ শতাংশ উচ্চ সুদে ঋণ নিয়ে আমরা প্রজেক্ট করলে সেটা লাভজনক করা মুশকিল হয়ে পড়বে। এ কারণে সরকার আমাদেরকে বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে, বা বিদেশ থেকে ফান্ড নিয়ে আমাদের ৩-৪% সুদে ঋণ দিলে আমরা এ খাতে বিনিয়োগ করতে পারব।

অনুষ্ঠানে সাপ্লাই চেইনে কোল্ড স্টোরেজ কী ভূমিকা রাখবে তা নিয়ে বাংলাদেশ কোল্ড স্টোরেজ অ্যাসোসিয়েশন ও সেভার ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড তিন দিনব্যাপী বসুন্ধরার আইসিসিবিতে প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে। মেলাটি ১৬ মে থেকে ১৮ মে পর্যন্ত চলবে বলে মিট দ্য প্রেস অনুষ্ঠানে ঘোষণা দেওয়া হয়। এতে কোল্ড স্টোরেজের নানা প্রযুক্তির প্রদর্শনী থাকবে।

সংবাদ সম্মেলনে মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান, প্রেসিডেন্ট, ব্রামা, রেফ্রিজারেশন, এয়ার কন্ডিশনিং এবং কোল্ড চেইন পলিসি ইমপ্লিমেন্টেশন সংক্রান্ত এফবিসিসিআইয়ের স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান বলেন, পুরো একটি কোল্ড স্টোরেজ আমদানি করতে আমাদের ১% এর মত শুল্ক দিতে হয়। কিন্তু যখন এর একটা পার্টস আমদানি করতে হয় তখন আমাদের এই শুল্ক ১৩০% হয়ে যায়। বিনিয়োগের জন্য এটা একটা বড় সংকট। এটা ৩-৫% এর মধ্যে হলে ভালো হয়।

অনুষ্ঠানে কোল্ড স্টোরেজ অ্যাসোসিয়েশনের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ইসতিয়াক আহমেদ বলেন, কোল্ড স্টোরেজ শুধু খাদ্য নিরাপত্তা নয়, নিরাপদ খাদ্যের জন্যও দরকার। কারণ অনেক খাবারে প্রিজারভেটিভ দিয়ে সংরক্ষণ করতে হয়, যেটা কোল্ড স্টোরেজে রাখতে হলে দরকার হবে না। এখানেও আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে।

অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সেভার ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. ফয়জুল আলম চৌধুরী।

এক প্রশ্নের উত্তরে কোল্ড স্টোরেজ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মোস্তফা আজাদ চৌধুরী বলেন, উৎপাদন কম হওয়ার কারণে এ বছর ৫০ টাকার বেশি দাম দিয়ে ভোক্তাদের আলু কিনে খেতে হবে বলে বাংলাদেশ কোল্ড স্টোরেজ অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ কোল্ড স্টোরেজ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মোস্তফা আজাদ চৌধুরী আরও বলেন, গত বছর কোল্ড স্টোরেজে যেসব আলু সংরক্ষণ করা হয়েছিল সেগুলো ৮-১২ টাকা কেজি দরের আলু ছিল। এবারে যেগুলো রাখা হচ্ছে সেগুলো ২৫-৩০ টাকায় কেনা আলু, কৃষকরা এবার এই দামে আলু বিক্রি করেছে। কয়েকগুণ বেশি দাম দিয়ে এসব আলু যখন বাজারে আসবে তখন এর দামও বেশি হবে।

তিনি বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও রোগবালাইয়ের কারণে এ বছর অন্তত ২০% আলুর উৎপাদন কম হয়েছে। একই সঙ্গে সংকট ও বাজার অস্থিরতার কারণে ভালো দাম পেয়ে কৃষক অন্তত ৩০% আলু তুলে বাজারে বিক্রি করে দিয়েছে। মুন্সীগঞ্জের কোল্ড স্টোরেজগুলোতে এ বছর ৩০% কম আলু সংরক্ষণ হয়েছে, ঠাকুরগাঁও, রংপুরের মতো জায়গাগুলোতে ১০-২০% কম আলু সংরক্ষণ করা হয়েছে। যে কারণে এ বছর বেশি দাম দিয়ে আলু খেতে হবে।

![DHAKA POST]

কোল্ড চেইন প্রদর্শনী শুরু ১৬ মে

দ্বিগুণ দামে আলু কিনেছে কোল্ড স্টোরেজ, কেজি ৫০ টাকা ছাড়ানোর শঙ্কা

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
২৮ মার্চ ২০২৪, ১৮:১৯

144 Shares

গত বছরের চেয়ে দ্বিগুণের বেশি দাম দিয়ে এবার আলু কিনতে হচ্ছে বলে দাবি করেছেন কোল্ড স্টোরেজের মালিকরা। ফলে সামনে আলুর দাম বেড়ে যেতে পারে বলে জানিয়েছেন তারা।

বিজ্ঞাপন

বৃহস্পতিবার (২৮ মার্চ) রাজধানীর পুরানা পল্টনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানানো হয়।

সেভর ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড এবং বাংলাদেশ কোল্ড স্টোরেজ অ্যাসোসিয়েশন (বিসিএসএ) যৌথভাবে আসন্ন কোল্ড চেইন বাংলাদেশ ২০২৪ প্রদর্শনী উপলক্ষ্যে এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে।

বাংলাদেশ কোল্ড স্টোরেজ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মোস্তফা আজাদ চৌধুরী বলেন, এ বছর কৃষক আলুর ভালো দাম পাচ্ছেন। গত বছর প্রান্তিক পর্যায়ে আলুর দাম ছিল ৮ থেকে ১২ টাকা। এবার কৃষকরা ২৫-৩২ টাকা কেজি দরে আলু বিক্রি করেছেন। বেশি দামে কিনে যেহেতু স্টোরেজ করা হয়েছে তাই এবার আলুর দাম বেশি হবে।

এক প্রশ্নের উত্তরে মোস্তফা আজাদ চৌধুরী বলেন, উৎপাদন কম হওয়ায় এ বছর ৫০ টাকার বেশি দাম দিয়ে ভোক্তাদের আলু কিনে খেতে হবে।

বিজ্ঞাপন

আরও পড়ুন
দরিদ্র ও কোটিপতি দুই-ই বাড়ছে, কেন?
নিত্যপণ্যের ঊর্ধ্বগতির প্রভাব ঈদবাজারে, চড়া দামে অসন্তোষ ক্রেতারা
ক্রেতাদের টাকাজেহন তরমুজের খুচরা বিক্রেতারা

আলুর ঘাটতি হবে কি না, এমন প্রশ্নের জবাবে বিসিএসএর সভাপতি বলেন, এবার মৌসুমের শুরুতে বাজারে আলুর দাম অনেক বেশি ছিল। কৃষক বেশি লাভের আশায় পুরোপুরি পরিপক্ব হওয়ার আগেই আগাম আলু জমি থেকে তুলেছে। এতে প্রায় ৩০ শতাংশ আলু আগেই উঠানো হয়ে গেছে। এটাই ঘাটতি হবে। ফলে এবারও আলু আমদানি করতে হবে। ইতোমধ্যে পটেটো চিপস কোম্পানিগুলোর চাহিদার কারণে এক হাজার টন আলু আমদানি করা হয়েছে।

দেশে বর্তমানে ৪ শতাধিক কোল্ড স্টোরেজ রয়েছে। যেগুলোতে আলু সংরক্ষণ করা হয়। কিন্তু দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতে উদ্যোক্তারা চান পেঁয়াজ, টমেটো, গাজর, মাংস, খেজুরসহ বিভিন্ন পণ্য সংরক্ষণের জন্য কোল্ড স্টোরেজ তৈরিতে নতুন বিনিয়োগ হোক। এজন্য সরকারের কাছে কম সুদে মূলধন চেয়েছেন তারা।

সমন্বিত কুল চেইন নীতি নির্ধারণ ও কোল্ড স্টোরেজ ব্যবসার জন্য স্বল্প সুদে ঋণের দাবি করে বিসিএসএর সভাপতি বলেন, বর্তমানে ব্যাংক ঋণের সুদ ১৩-১৪ শতাংশ। উচ্চ সুদে ঋণ নিয়ে আমরা প্রজেক্ট করলে সেটা লাভজনক করা মুশকিল হয়ে পড়বে। এ কারণে সরকারের উচিত বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে বা বিদেশ থেকে ফান্ড এনে তিন-চার শতাংশ সুদে বিশেষ ঋণের ব্যবস্থা করা। সার্বিক বিষয় নিয়ে সরকারের নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে কথা বলছি। আমাদের দাবিগুলো তুলে ধরছি। বিস্তারিত দাবি তুলে ধরব, আশা করছি সরকার এ খাতে সহযোগিতা করবে।

মোস্তফা আজাদ চৌধুরী বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও রোগ-বালাইয়ের কারণে এ বছর অন্তত ২০ শতাংশ আলুর উৎপাদন কম হয়েছে। একই সঙ্গে সংকট ও বাজার অস্থিরতার কারণে ভালো দাম পেয়ে কৃষক অন্তত ৩০ শতাংশ আলু আগাম তুলে বাজারে বিক্রি করে দিয়েছে। মুন্সীগঞ্জের কোল্ড স্টোরেজগুলোতে এ বছর ৩০ শতাংশ কম আলু সংরক্ষণ করা হয়েছে। ঠাকুরগাঁও, রংপুরের মতো জেলাগুলোতে ১০-২০ শতাংশ কম আলু সংরক্ষণ করা হয়েছে। যে কারণে এ বছর বেশি দাম দিয়ে আলু খেতে হবে।

এছাড়া কম্পিটিশন এবং কোল্ড চেইন পলিসি ইমপ্লিমেন্টেশন সংক্রান্ত এফবিসিসিআইয়ের স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান বলেন, পুরো একটি কোল্ড স্টোরেজের কাঠামো আমদানি করতে আমাদের ১ শতাংশের মতো শুল্ক দিতে হয়। কিন্তু যখন এর একটি পার্টস আমদানি করতে হয় তখন আমাদের এই শুল্ক ১৫০ শতাংশ হয়ে যায়। বিনিয়োগের জন্য এটা একটা বড় সংকট। এটা ৩-৫ শতাংশের মধ্যে হলে ভালো হয়।

সংবাদ সম্মেলনে কোল্ড স্টোরেজ অ্যাসোসিয়েশনের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ইফতিখার আহমেদ বলেন, কোল্ড স্টোরেজ শুধু খাদ্য নিরাপত্তা নয়, নিরাপদ খাদ্যের জন্যও দরকার। কারণ অনেক খাবারে রিজারভেটিভ দিয়ে সংরক্ষণ করতে হয়। কিন্তু কোল্ড স্টোরেজে রাখলে রাসায়নিক ব্যবহারের দরকার হয় না।

সংবাদ সম্মেলন সঞ্চালনা করেন সেভর ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. ফজলুল আলম চৌধুরী।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, রাজধানীর কুড়িলে অবস্থিত ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় (আইসিসিবি) আগামী ১৬ থেকে ১৮ মে তিন দিনব্যাপী 'কোল্ড চেইন বাংলাদেশ ২০২৪' প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হবে। এই প্রদর্শনীটি কোল্ড চেইন প্রযুক্তির অগ্রগতি প্রদর্শন এবং বাংলাদেশে কোল্ড স্টোরেজ এবং লজিস্টিকসের দক্ষতা বাড়ানোর কৌশল নিয়ে আলোচনা করার একটি প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করবে। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কোল্ড স্টোরেজের নানা প্রযুক্তির প্রদর্শনী থাকবে। বাংলাদেশের কৃষি ও খাদ্য খাতে কোল্ড চেইন অবকাঠামোর গুরুত্ব নিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনারও আয়োজন করা হয়েছে।

এসআই/এসকেডি

সমকাল

কোল্ড চেইন প্রদর্শনী উপলক্ষে সংবাদ সম্মেলন

কোল্ডস্টোরেজ নির্মাণে কম সুদে ঋণ চান উদ্যোক্তারা

■ সমকাল প্রতিবেদক

বর্তমানে দেশে চার শতাধিক কোল্ডস্টোরেজে আলু সংরক্ষণ করা হয়। দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতে পেঁয়াজ, টমেটো, গাজর, মাংস, খেজুরসহ বিভিন্ন পণ্য সংরক্ষণের জন্য কোল্ডস্টোরেজ তৈরিতে নতুন বিনিয়োগ প্রয়োজন। এজন্য সরকারের কাছে কম সুদে মূলধন চান এ খাতের উদ্যোক্তারা।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাজধানীতে বাংলাদেশ কোল্ডস্টোরেজ অ্যাসোসিয়েশনের এক সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনের নেতারা এসব কথা বলেন। কোল্ড চেইন প্রদর্শনী উপলক্ষে এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। আগামী ১৬ থেকে ১৮ মে পর্যন্ত রাজধানীর ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় (আইসিসিবি) এ প্রদর্শনী চলবে। যৌথভাবে আয়োজন করবে বাংলাদেশ কোল্ডস্টোরেজ অ্যাসোসিয়েশন ও সেভার ইন্টারন্যাশনাল।

সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ কোল্ডস্টোরেজ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মোস্তফা আজাদ চৌধুরী বলেন, প্রদর্শনীতে ১৮০টি স্টলের মাধ্যমে কোল্ড চেইন উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন-সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ প্রদর্শন করা হবে। এ সম্পর্কিত নানা বিষয়ে পরামর্শও পাওয়া যাবে প্রদর্শনীতে। এতে বিশ্বের ১৪টি দেশের প্রতিনিধিরা অংশ নেবেন।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আলুর উৎপাদন কম হওয়ায় এ বছর কেজিতে ৫০ টাকার বেশি দাম দিয়ে ভোক্তাদের আলু কিনে খেতে হতে পারে। গত বছর কোল্ডস্টোরেজে যেসব আলু সংরক্ষণ করা হয়েছিল, সেগুলোর দাম ছিল ৮ থেকে ১২ টাকা কেজি। এবার যেগুলো রাখা হচ্ছে, সেগুলোর দাম ২৫ থেকে ৩০ টাকা। কৃষকরা এবার এই দামে আলু বিক্রি করেছেন।

তিনি বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও রোগবালাইয়ের কারণে এ বছর আলুর উৎপাদন অন্তত ২০ শতাংশ কম হয়েছে। মুন্সীগঞ্জের কোল্ডস্টোরেজগুলোতেও এ বছর ৩০ শতাংশ কম আলু সংরক্ষণ হয়েছে। ঠাকুরগাঁও, রংপুরের মতো জায়গায় ১০ থেকে ২০ শতাংশ কম আলু সংরক্ষণ করা হয়েছে। যে কারণে এ বছর বেশি দাম দিয়ে আলু খেতে হবে।

সেভার ইন্টারন্যাশনালের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. ফয়জুল আলম চৌধুরীর সঞ্চালনায় সংবাদ সম্মেলনে আরও বক্তব্য দেন কোল্ডস্টোরেজ অ্যাসোসিয়েশনের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ইসতিয়াক আহমেদ, কোল্ড চেইন পলিসি ইমপ্লিমেন্টেশন সংক্রান্ত এফবিসিসিআইয়ের স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান প্রমুখ।

Jagonews24.com
বস্তুনিষ্ঠ সংবাদের অনলাইন ঠিকানা

এবছর ৫০ টাকায় বেশি দরে আলু কিনতে হবে

দায়িত্বশীলদের দৈনিক
দেশ রূপান্তর

কোল্ড চেইন উন্নয়নে সমন্বিত নীতির বাস্তবায়ন চান শিল্প উদ্যোক্তারা

নিজস্ব প্রতিবেদক

প্রকাশ : ২৮ মার্চ ২০২৪, ০৮:১৬ পিএম আপডেট : ২৮ মার্চ ২০২৪, ০৮:১৬ পিএম

কোল্ড চেইন উন্নয়নে সমন্বিত নীতির বাস্তবায়ন চান শিল্প উদ্যোক্তারা

বাংলাদেশের পচনশীল পণ্য সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সরবরাহ ঠিক রাখতে কোল্ড চেইন ব্যবস্থার উন্নয়নের দাবী জানিয়েছেন খাত সংশ্লিষ্টরা। সমন্বিত কুল চেইন নীতি নির্ধারণ ও কোল্ড স্টোরেজ ব্যবসায়ীদের জন্য স্বল্প সুদে লোনের ব্যবস্থা করে এই খাতে উন্নয়নের জন্যে আহ্বান জানিয়েছেন ব্যাবসায়ীরা।

বৃহস্পতিবার (২৮ মার্চ) পল্টনের বাংলাদেশ কোল্ড স্টোরেজ অ্যাসোসিয়েশন ও সেভার ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড আয়োজিত এক 'মিট দ্য প্রেস' অনুষ্ঠানে এই আহ্বান জানানো হয়।

অনুষ্ঠানে সাপ্লাই চেইনে কোল্ড স্টোরেজ আমাদের কি ভূমিকা রাখবে তা নিয়ে বাংলাদেশ কোল্ড স্টোরেজ অ্যাসোসিয়েশন ও সেভার ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড তিন দিন ব্যাপী বসুন্ধরার আইসিসিবিতে প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে। মেলাটি ১৬ মে থেকে ১৮ মে পর্যন্ত চলবে বলে মিট দ্যা প্রেস অনুষ্ঠানে ঘোষণা দেয়া হয়। এতে কোল্ড স্টোরেজের নানা প্রযুক্তির প্রদর্শনী থাকবে।

দেশে বর্তমানে ৪ শতাধিক কোল্ড স্টোরেজ রয়েছে। যেগুলোতে আলু সংরক্ষণ করা হয়। কিন্তু দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতে উদ্যোক্তারা চান পেঁয়াজ, টমেটো, গাজর, মাংস, খেজুরসহ বিভিন্ন পণ্য সংরক্ষণের জন্য কোল্ড স্টোরেজ তৈরিতে নতুন বিনিয়োগ করতে। এ জন্য সরকারের কাছে কম সুদে মূলধন চান এ খাতের উদ্যোক্তারা।

মিট দ্য প্রেস' অনুষ্ঠানে কোল্ড স্টোরেজ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সোস্তফা আজাদ চৌধুরী বলেন, 'বর্তমানে ব্যাংক ঋণের সুদ ১৩-১৪%। উচ্চ সুদে ঋণ নিয়ে আমরা প্রজেক্ট করলে সেটা লাভজনক করা মুশকিল হয়ে পড়বে। এ কারণে সরকার আমাদেরকে বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে, বা বিদেশ থেকে ফান্ড নিয়ে আমাদেরকে ৩-৪% সুদে ঋণ দেয় তাহলে আমরা এ খাতে বিনিয়োগ করতে পারব।

তিনি বলেন, দেশের কোল্ড স্টোরেজগুলোতে ৪ টি করে চেম্বার রয়েছে। যেগুলো দুর্বলভাবে ব্যবসা করছে, সেগুলোর একটি বা দুটি চেম্বারকে বিশেষভাবে পেঁয়াজ বা অন্য পেরিশেবল কৃষিপণ্য সংরক্ষণের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। এজন্য দরকার বিনিয়োগ, যে সহায়তাটুকু সরকারের কাছ থেকে আমরা চাই।

মিট দ্যা প্রেস অনুষ্ঠানে রামা, রেফ্রিজারেশন, এয়ার কন্ডিশনিং এবং কোল্ড চেইন পলিসি ইমপ্লিমেন্টেশন সংক্রান্ত এফবিসিসিআইয়ের স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান বলেন, পুরো একটি কোল্ড স্টোরেজ আমদানি করতে আমাদের ১% এর মত শুল্ক দিতে হয়। কিন্তু যখন এর একটা পার্টস আমদানি করতে হয় তখন আমাদের এই শুল্ক ১৩০% হয়ে যায়। বিনিয়োগের জন্য এটা একটা বড় সংকট। এটা ৩-৫% এর মধ্যে হলে ভালো হয়।

বক্তারা বলেন, ভারত পেঁয়াজ রপ্তানি বন্ধ করলেই সংকট হয়, অথচ আমাদের পেঁয়াজ নষ্ট হয়। এর জন্য স্পেশালাইজড কোল্ড স্টোরেজ দরকার। তরমুজ, আম, টমেটো, গাজরের জন্য কোল্ড স্টোরেজ দরকার। কারণ হাজার হাজার টন এসব খাদ্য পণ্য উৎপাদন করলেও তা একটা সময় মাঠেই নষ্ট হয়। এখানে খাদ্য নিরাপত্তার জন্য স্টোরেজ গুরুত্বপূর্ণ।

অনুষ্ঠানে কোল্ড স্টোরেজ অ্যাসোসিয়েশনের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ইসতিয়াক আহমেদ বলেন, কোল্ড স্টোরেজ শুধু খাদ্য নিরাপত্তা নয়, নিরাপদ খাদ্যের জন্যও দরকার। কারণ অনেক খাবারে প্রিজারভেটিভ দিয়ে সংরক্ষণ করতে হয়, যেটা কোল্ড স্টোরেজে থাকলে আর প্রিজারভেটিভ দরকার হবে না। এখানেও আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সেভার ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. ফয়জুল আলম চৌধুরী।

বিষয়: প্রেস রিলিজ

মুক্ত চিন্তার স্বাধীন দৈনিক
খবরের কাগজ

১৬ মে থেকে শুরু কোল্ড চেইন বাংলাদেশ প্রদর্শনী

করপোরেট ডেস্ক
প্রকাশ: ২৯ মার্চ ২০২৪, ০৪:২৮ পিএম

নগদ
বিস্তারিত

সেভার ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড এবং বাংলাদেশ কোল্ড স্টোরেজ অ্যাসোসিয়েশন (বিসিএসএ) যৌথভাবে আসন্ন কোল্ড চেইন বাংলাদেশ-২০২৪ প্রদর্শনীর জন্য 'মিট দ্য প্রেস' ইভেন্টের আয়োজন করেছে।

বৃহস্পতিবার (২৮ মার্চ) বিসিএসএ প্রাঙ্গণে এই ইভেন্টটি অনুষ্ঠিত হয়।

এই সমাবেশের উদ্দেশ্য হলো আসন্ন কোল্ড চেইন বাংলাদেশ-২০২৪ প্রদর্শনীর বিশদ বিবরণ দেওয়া, যা ১৬ মে থেকে ১৮ মে পর্যন্ত ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরাতে (আইসিসিবি) অনুষ্ঠিত হবে।

এই প্রদর্শনীটি কোল্ড চেইন প্রযুক্তির অগ্রগতি প্রদর্শন, বাংলাদেশে কোল্ড স্টোরেজ এবং লজিস্টিকসের দক্ষতা বাড়ানোর কৌশল নিয়ে আলোচনা করার একটি প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করবে। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অনেক কোম্পানি এই প্রদর্শনীতে যোগ দিতে যাচ্ছে।

বাংলাদেশের কৃষি ও খাদ্য খাতে কোল্ড চেইন অবকাঠামোর গুরুত্ব নিয়ে এই সমাবেশে মূল্যবান আলোচনা করা হয়।

অনুষ্ঠানে অতিথিদের মধ্যে বিসিএসএর সভাপতি মোস্তফা আজাদ চৌধুরী, সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ইসতিয়াক আহমেদ, আরপি চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মো. হাসমোতুজ্জামান, এয়ার কন্ডিশনিং এবং কোল্ড চেইন পলিসি ইমপ্লিমেন্টেশন (এফবিসিসিআই) সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান এবং সেভার ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. ফয়জুল আলম উপস্থিত ছিলেন।

বিজ্ঞপ্তি/পপি/

THE DAILY
Messenger

Cold Chain Bangladesh 2024 Exhibition in May

Industry Leaders urged for integrated policy enactment to enhance cold chain efficiency

Photo: Collected

Cold storage industries, during a press meet on Thursday (28 March), urged for the enactment of an integrated policy for the development of cold chain infrastructure to ensure a strategic supply of perishable goods such as potatoes, onions, and tomatoes in off seasons.

Their call to action coincided with the announcement of the Cold Chain Bangladesh 2024 exhibition, scheduled to be held from May 16 to 18 this year.

Savor International Ltd, in collaboration with the Bangladesh Cold Storage Association (BCSA) organised the event at the BCSA office in the city on the day.

The press conference aimed to provide insights into the upcoming exhibition, which will take place at the International Convention City Bashundhara (ICCB) in May.

Md Faizul Alam, Managing Director of Savor International Ltd, while moderating the event told the the media that the exhibition would serve as a platform to showcase advancements in cold chain technologies and discuss strategies to enhance the efficiency of cold storage and logistics in Bangladesh.

He emphasised the necessity of an integrated policy for cold chain management involving multiple government ministries, industry stakeholders, and experts to address the evolving needs of the agricultural and perishable goods sector.

Mostofa Azad Chowdhury Babu, President of BCSA, said there is an urgent need to reform the current financial structure to incentivise investments in cold chain management.

He highlighted the necessity of accessing loans from foreign sources at lower interest rates to facilitate the development of state-of-the-art cold chains.

During the exhibition, stakeholders will advocate for implementing public-private partnerships (PPPs) in cold chain management, emphasising the importance of specialised cold storage facilities and post-harvest management education for farmers and industry professionals.

Mohammad Asaduzzaman, President of Bangladesh Refrigeration and Air-conditioning Merchant Association (BRAMA) and Chairman of the Standing Committee on Refrigeration, Air Conditioning, and Cold Chain Policy Implementation of FBCCI, addressed the challenges faced in importing cold storage equipment and spare parts, urging for a reduction in import duties to stimulate investment in the country's cold chain infrastructure.

Istiaque Ahmed, Senior Vice President of the Cold Storage Association, emphasised that cold storage is essential not only for food security but also for ensuring food safety by reducing the need for harmful preservatives.

Meanwhile, Mostafa Azad Chowdhury Babu expressed concerns over potential potato shortages and urged authorities to provide accurate data on potato production to mitigate market disruptions.

He expressed his concern that consumers might have to buy potato at above Tk 50 a kg as farmers' level price is Tk 27-32 a kg which was maximum Tk 18 a kg last year.

Md Hasnatuzzaman, Chairman RP, ASHRAE Bangladesh Chapter also spoke among others.

Messenger/Sumon

বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস)
জাতীয় বার্তা সংস্থা

কুল চেইন উন্নয়নের জন্য সমন্বিত নীতির বাস্তবায়ন চান শিল্প উদ্যোক্তারা

ঢাকা, ২৮ মার্চ, ২০২৪ (বাসস): বাংলাদেশের পচনশীল পণ্যের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সরবরাহ ঠিক রাখতে কোল্ড চেইন ব্যবস্থার উন্নয়নের দাবী জানিয়েছে খাত সংশ্লিষ্টরা।

সমন্বিত কুল চেইন নীতি নির্ধারণ ও কোল্ড স্টোরেজ ব্যবসায়িদের জন্য স্বল্প সুদে ঋণের ব্যবস্থা করে এই খাতের উন্নয়নের জন্যে আহ্বান জানিয়েছে তারা।

আজ বৃহস্পতিবার পল্টনের বাংলাদেশ কোল্ড স্টোরেজ অ্যাসোসিয়েশন ও সেভার ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড আয়োজিত এক 'মিট দ্য প্রেস' অনুষ্ঠানে এই আহ্বান জানানো হয়।

দেশে বর্তমানে ৪ শতাধিক কোল্ড স্টোরেজ রয়েছে। যেগুলোতে আলু সংরক্ষণ করা হয়। কিন্তু দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে উদ্যোক্তারা চান পেঁয়াজ, টমেটো, গাজর, মাংস, খেজুরসহ বিভিন্ন পণ্য সংরক্ষণের জন্য কোল্ড স্টোরেজ তৈরিতে নতুন বিনিয়োগ করতে। এ জন্য সরকারের কাছে কম সুদে মূলধন চান এ খাতের উদ্যোক্তারা।

'মিট দ্য প্রেস' অনুষ্ঠানে কোল্ড স্টোরেজ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মোস্তফা আজাদ চৌধুরী বলেন, 'বর্তমানে ব্যাংক ঋণের সুদ ১৩-১৪ শতাংশ। উচ্চ সুদে ঋণ নিয়ে আমরা প্রজেক্ট করলে সেটা লাভজনক করা মুশকিল হয়ে পড়বে। এ কারণে সরকার আমাদেরকে বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে বা বিদেশ থেকে ফান্ড নিয়ে আমাদেরকে ৩-৪ শতাংশ সুদে ঋণ দেয় তাহলে আমরা এ খাতে বিনিয়োগ করতে পারবো।'

তিনি বলেন, দেশের কোল্ড স্টোরেজগুলোতে ৪টি করে চেম্বার রয়েছে। যেগুলো দুর্বলভাবে ব্যবসা করছে, সেগুলোর একটি বা দু'টি চেম্বারকে বিশেষভাবে পেঁয়াজ বা অন্য পেরিশেবল কৃষিপণ্য সংরক্ষণের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। এজন্য সরকার বিনিয়োগ, যে সহায়তাটুকু সরকারের কাজ থেকে আমরা চাই।

সাপ্লাই চেইনে কোল্ড স্টোরেজ আমাদের কি ভূমিকা রাখে তা নিয়ে বাংলাদেশ কোল্ড স্টোরেজ অ্যাসোসিয়েশন ও সেভর ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড তিনদিন ব্যাপি বসুন্ধরার আইসিসিবিতে প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে। মেলাটি ১৬ মে থেকে ১৮ মে পর্যন্ত চলবে বলে মিট দ্য প্রেস অনুষ্ঠানে ঘোষণা দেয়া হয়। এতে কোল্ড স্টোরেজের নানা প্রযুক্তির প্রদর্শনী থাকবে।

মিট দ্য প্রেস অনুষ্ঠানে মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান, প্রেসিডেন্ট, ব্রামা এবং রেফ্রিজারেশন, এয়ার কন্ডিশনিং এবং কোল্ড চেইন পলিসি ইমপ্লিমেন্টেশন সংক্রান্ত এফবিসিসিআইয়ের স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান বলেন, পুরো একটি কোল্ড স্টোরেজ আমদানি করতে আমাদের এক শতাংশের মত শুল্ক দিতে হয়। কিন্তু যখন এর একটা পার্টস আমদানি করতে হয় তখন আমাদের এই শুল্ক ১৩০ শতাংশে হয়ে যায়। বিনিয়োগের জন্য এটা একটা বড় সংকট। এটা ৩-৫ শতাংশের মধ্যে হলে ভালো হয়।

বক্তারা বলেন, ভারত পেঁয়াজ রপ্তানি বন্ধ করলেই সংকট হয়, অথচ আমাদের পেঁয়াজ নষ্ট হয়। এর জন্য স্পেশালাইজড কোল্ড স্টোরেজ দরকার। তরমুজ, আম, টমেটো, গাজরের জন্য কোল্ড স্টোরেজ দরকার। কারণ হাজার হাজার টন এসব খাদ্য পণ্য উৎপাদন করলেও তা একটা সময় মাঠেই নষ্ট হয়। এখানে খাদ্য নিরাপত্তার জন্য স্টোরেজ গুরুত্বপূর্ণ।

অনুষ্ঠানে কোল্ড স্টোরেজ অ্যাসোসিয়েশনের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ইসতিয়াক আহমেদ বলেন, কোল্ড স্টোরেজ শুধু খাদ্য নিরাপত্তা নয়, নিরাপদ খাদ্যের জন্যও দরকার। কারণ অনেক খাবারে প্রিজারভেটিভ দিয়ে সংরক্ষণ করতে হয়, যেটা কোল্ড স্টোরেজে রাখতে হলে দরকার হবে না। এখানেও আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সেভার ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. ফয়জুল আলম চৌধুরী।

বাংলাদেশ কোল্ড স্টোরেজ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মোস্তফা আজাদ চৌধুরী বলেন, 'গত বছর কোল্ড স্টোরেজে যেসব আলু সংরক্ষণ করা হয়েছিল সেগুলো ৮-১২ টাকা কেজি দরের আলু ছিল। এবারে যেগুলো রাখা হচ্ছে সেগুলো ২৫-৩০ টাকায় কেনা আলু, কৃষকরা এবার এই দামে আলু বিক্রি করেছে। কয়েকগুণ বেশি দাম দিয়ে এসব আলু যখন বাজারে আসবে তখন এর দামও বেশি হবে।

ঢাকার বাজারে অবশ্য এখনই ৪৫ টাকা কেজি দরে আলু বিক্রি হচ্ছে বলে জানা গেছে, যোগ করে

তিনি বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও রোগবালাইয়ের কারণে এ বছর অন্তত ২০ শতাংশ আলুর উৎপাদন কম হয়েছে। একই সঙ্গে সংকট ও বাজার অস্থিরতার কারণে ভালো দাম পেয়ে কৃষক অন্তত ৩০ শতাংশ আলু তুলে বাজারে বিক্রি করে দিয়েছে। মুন্সিগঞ্জের কোল্ড স্টোরেজগুলোতে এ বছর ৩০ শতাংশ কম আলু সংরক্ষণ হয়েছে, ঠাকুরগাও, রংপুরের মত জায়গাগুলোতে ১০-২০ শতাংশ কম আলু সংরক্ষণ করা হয়েছে। যে কারণে এ বছর বেশি দাম দিয়ে আলু খেতে হচ্ছে।

ডেইলি বাংলাদেশ

এবার আলুর কেজি ৫০ টাকা ছাড়ানোর শঙ্কা

ফাইল ফটো

বাংলাদেশ কোল্ড স্টোরেজ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মোস্তফা আজাদ চৌধুরী বলেছেন, এ বছর কৃষক আলুর ভালো দাম পাচ্ছেন। গত বছর আলুর দাম ছিল ৮ থেকে ১২ টাকা। এবার কৃষকরা উচ্চ মূল্যে অর্থাৎ ২৫-৩২ টাকা কেজি দরে আলু বিক্রি করেছেন। বেশি দামে কিনে যেহেতু কোল্ড স্টোরেজ করা হয়েছে তাই এবার আলুর দাম বেশি হবে। এ বছর ৫০ টাকার বেশি দাম দিয়ে ভোক্তাদের আলু কিনে খেতে হবে।

বৃহস্পতিবার রাজধানীর পুরানা পল্টনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন তিনি। সেভর ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড এবং বাংলাদেশ কোল্ড স্টোরেজ অ্যাসোসিয়েশন (বিসিএসএ) যৌথভাবে আসন্ন কোল্ড চেইন বাংলাদেশ ২০২৪ প্রদর্শনীর জন্য এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে।

[illegible]

আলু ঘাটতি হবে কি না— এমন প্রশ্নের জবাবে বিসিএসএর সভাপতি বলেন, এবার মৌসুমের শুরুতে বাজারে আলুর দাম অনেক বেশি ছিল। কৃষক বেশি দামের আশায় পুরোপুরি পরিপক্ব হওয়ার আগেই অনেক আলু জমি থেকে তুলেছে। এতে প্রায় ৫০ শতাংশ আলু আগেই উঠানো হয়েছে, এটাই ঘাটতি হবে। ফলে এবারও আলু আমদানি করতে হবে। এরইমধ্যে [illegible] এক হাজার টন আলু আমদানি করা হয়েছে।

তিনি আরো বলেন, দেশে বর্তমানে ৪ শতাধিক কোল্ড স্টোরেজ রয়েছে। যেগুলোতে আলু সংরক্ষণ করা হয়। কিন্তু দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতে উৎপাদিত ফল পেঁয়াজ, টমেটো, গাজর, মাছ, মাংসসহ বিভিন্ন পণ্য সংরক্ষণের জন্য কোল্ড স্টোরেজ তৈরিতে নতুন বিনিয়োগ করতে হবে। এ জন্য সরকারের কাছে কম সুদে ঋণের প্রয়োজন হবে।

সমন্বিত কুল চেইন নীতি নির্ধারণ ও কোল্ড স্টোরেজ ব্যবসার জন্য স্বল্প সুদে ঋণের দাবি করে বিসিএসএর সভাপতি বলেন, বর্তমানে ব্যাংক ঋণের সুদ ১৫-১৬ শতাংশ। উচ্চ সুদে ঋণ নিয়ে আমরা প্রজেক্ট করলে সেটা লাভজনক করা মুশকিল হয়ে পড়বে। এ কারণে সরকারের উচিত বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে, যা বিদেশ থেকে ফান্ড এনে তিন-চার শতাংশ সুদে বিশেষ ঋণের ব্যবস্থা করা। সার্বিক বিষয় নিয়ে সরকারের নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে কথা বলছি। আমাদের দাবিগুলো তুলে ধরেছি। বিস্তারিত দাবি তুলে ধরব, আশা করছি সরকার এ খাতে সহযোগিতা করবে।

মোস্তফা আজাদ চৌধুরী বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও রোগ-বালাইয়ের কারণে এ বছর অন্তত ২০ শতাংশ আলুর উৎপাদন কম হয়েছে। একই সঙ্গে সরকারি ও বাজার [illegible] ভালো দাম পেয়ে কৃষক অন্তত ৩০ শতাংশ আলু তুলে বাজারে বিক্রি করে দিয়েছেন। মুন্সীগঞ্জের কোল্ড স্টোরেজগুলোতে এ বছর ৩০ শতাংশ কম আলু সংরক্ষণ হয়েছে। ঠাকুরগাঁও, রংপুরের মতো জেলাগুলোতে ১০-২০ শতাংশ কম আলু সংরক্ষণ করা হয়েছে। এ কারণে এ বছর বেশি দাম দিয়ে আলু খেতে হবে।

এছাড়া কম্পিউটিং এবং কোল্ড চেইন পলিসি ইমপ্লিমেন্টেশন সংক্রান্ত এফবিসিসিআইয়ের স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান বলেন, পুরো একটি কোল্ড স্টোরেজ আমদানি করতে আমাদের ১ শতাংশের মতো শুল্ক দিতে হয়। কিন্তু যখন এর একটি পার্টস আমদানি করতে হয় তখন আমাদের এই শুল্ক ১৫০ শতাংশ হয়ে যায়। বিনিয়োগের জন্য এটা একটা বড় সমস্যা। এটা ৩-৫ শতাংশের মধ্যে হলে ভালো হয়।

অনুষ্ঠানে কোল্ড স্টোরেজ অ্যাসোসিয়েশনের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ইনতিহাব আহমেদ বলেন, কোল্ড স্টোরেজ শুধু খাদ্য নিরাপত্তা নয়, নিরাপদ খাদ্যের জন্যও দরকার। কারণ অনেক খাবারে ফ্রিজারেটরে দিয়ে সংরক্ষণ করতে হয়। কিন্তু কোল্ড স্টোরেজে রাখলে রাসায়নিক ব্যবহারের দরকার হবে না।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সেভর ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. ফজলুল আলম চৌধুরী।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, রাজধানীর কুড়িলে ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় (আইসিসিবি) আগামী ১৬ থেকে ১৮ মে তিন দিনব্যাপী কোল্ড চেইন বাংলাদেশ ২০২৪ প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হবে। এই প্রদর্শনীটি কোল্ড চেইন প্রযুক্তির অগ্রগতি প্রদর্শন এবং বাংলাদেশে কোল্ড স্টোরেজ এবং লজিস্টিকসের দক্ষতা বাড়ানোর কৌশল নিয়ে আলোচনা করার একটি প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করবে। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কোল্ড স্টোরেজের নানা প্রযুক্তির প্রদর্শনী থাকবে। বাংলাদেশের কৃষি ও খাদ্য খাতে কোল্ড চেইন অবকাঠামোর গুরুত্ব নিয়ে বিভিন্ন বিষয় আয়োজন করা হয়েছে।

ডেইলি-বাংলাদেশ/এএন

বাংলা ট্রিবিউন
সঠিক সময়ে সঠিক খবর

কোল্ড চেইনের উন্নয়নে সমন্বিত নীতির বাস্তবায়ন চান উদ্যোক্তারা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট

২৮ মার্চ ২০২৪, ১৫:৫৭

'মিট দ্য প্রেসে' কোল্ড স্টোরেজ সমিতির নেতারা

বাংলাদেশের পচনশীল পণ্যের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সরবরাহ ঠিক রাখতে কোল্ড চেইন ব্যবস্থা উন্নয়নের দাবি জানিয়েছেন খাত সংশ্লিষ্টরা।

সমন্বিত কোল্ড চেইন নীতি নির্ধারণ ও কোল্ড স্টোরেজ ব্যবসায়ীদের জন্য স্বল্প সুদে লোনের ব্যবস্থা করে এই খাতের উন্নয়নের আহ্বান জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা।

বৃহস্পতিবার (২৮ মার্চ) রাজধানীর পল্টনে বাংলাদেশ কোল্ড স্টোরেজ অ্যাসোসিয়েশন ও সেভার ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড আয়োজিত 'মিট দ্য প্রেস' অনুষ্ঠানে এই আহ্বান জানানো হয়।

অনুষ্ঠানে বলা হয়, দেশে বর্তমানে ৪ শতাধিক কোল্ড স্টোরেজ রয়েছে। যেগুলোতে আলু সংরক্ষণ করা হয়। কিন্তু দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতে উদ্যোক্তারা চান পেঁয়াজ, টমেটো, গাজর, মাংস, খেজুরসহ বিভিন্ন পণ্য সংরক্ষণের জন্য কোল্ড স্টোরেজ তৈরিতে নতুন বিনিয়োগ করতে। এ জন্য সরকারের কাছে কম সুদে মূলধন চান এ খাতের উদ্যোক্তারা।

'মিট দ্য প্রেস' অনুষ্ঠানে কোল্ড স্টোরেজ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সোস্তফা আজাদ চৌধুরী বলেন, 'বর্তমানে ব্যাংক ঋণের সুদ ১৩-১৪ শতাংশ। উচ্চ সুদে ঋণ নিয়ে আমরা প্রজেক্ট করলে সেটা লাভজনক করা মুশকিল হয়ে পড়বে। এ কারণে সরকার যদি আমাদেরকে বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে, বা বিদেশ থেকে ফান্ড নিয়ে এসে ৩-৪ শতাংশ সুদে ঋণ দেয়, তাহলে আমরা এ খাতে বিনিয়োগ করতে পারবো।'

তিনি বলেন, 'দেশের কোল্ড স্টোরেজগুলোতে ৪টি করে চেম্বার রয়েছে। যেগুলো দুর্বলভাবে ব্যবসা করছে, সেগুলোর একটি বা দুটি চেম্বারকে বিশেষভাবে পেঁয়াজ বা অন্য পেরিশেবল কৃষিপণ্য সংরক্ষণের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। এজন্য দরকার বিনিয়োগ, যে সহায়তাটুকু সরকারের কাজ থেকে আমরা চাই।'

অনুষ্ঠানে সাপ্লাই চেইনে কোল্ড স্টোরেজ কী ভূমিকা রাখছে, তা নিয়ে বসুন্ধরার আইসিসিবিতে বাংলাদেশ কোল্ড স্টোরেজ অ্যাসোসিয়েশন ও সেভার ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড তিন দিনব্যাপী প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে। মেলাটি ১৬ মে থেকে ১৮ মে পর্যন্ত চলবে বলে মিট দ্যা প্রেস অনুষ্ঠানে ঘোষণা দেওয়া হয়। এতে কোল্ড স্টোরেজের নানা প্রযুক্তির প্রদর্শনী থাকবে।

অনুষ্ঠানে কোল্ড চেইন পলিসি ইমপ্লিমেন্টেশন সংক্রান্ত এফবিসিসিআইয়ের স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান বলেন, 'পুরো একটি কোল্ড স্টোরেজ আমদানি করতে আমাদের ১ শতাংশের মতো শুল্ক দিতে হয়। কিন্তু যখন এর একটা পার্টস আমদানি করতে হয়, তখন এই শুল্ক ১৩০ শতাংশ হয়ে যায়। বিনিয়োগের জন্য এটা একটা বড় বাধা। এটা ৩-৫ শতাংশের মধ্যে হলে ভালো হয়।'

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সেভার ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. ফয়জুল আলম চৌধুরী।

সংবাদ

কোল্ড চেইন পলিসির সমন্বিত নীতির বাস্তবায়ন চান শিল্প উদ্যোক্তারা

প্রতিকেজি আলু খেতে হবে ৫০ টাকার বেশি দিয়ে : কোল্ড স্টোরেজ অ্যাসোসিয়েশন

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক : বৃহস্পতিবার, ২৮ মার্চ ২০২৪

দেশের পচনশীল পণ্যের সুষ্ঠু ব্যাবস্থাপনার মাধ্যমে সরবরাহ ঠিক রাখতে কোল্ড চেইন ব্যাবস্থার উন্নয়নের দাবি জানিয়েছেন বাংলাদেশ কোল্ড স্টোরেজ অ্যাসোসিয়েশনের নেতারা। সমন্বিত কোল্ড চেইন নীতি নির্ধারন ও কোল্ড স্টোরেজ ব্যাবসায়িদের জন্য স্বল্প সুদে লোনের ব্যাবস্থা করে এই খাতের উন্নয়নের জন্যে আহবান জানিয়েছেন তারা।এছাড়া চলতি বছর বেশী দাম দিয়ে আলু কিনতে হবেও বলে জানায় তারা।

বৃহস্পতিবার (২৮ মার্চ) রাজধানীর পল্টনে বাংলাদেশ কোল্ড স্টোরেজ অ্যাসোসিয়েশন ও সেভার ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড আয়োজিত 'মিট দ্য প্রেস' অনুষ্ঠানে এ তথ্য জানানো হয়। বলা হয়, দেশে বর্তমানে ৪ শতাধিক কোল্ড স্টোরেজ রয়েছে। যেগুলোতে আলু সংরক্ষণ করা হয়। কিন্তু দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতে উদ্যোক্তারা চান পেঁয়াজ, টমেটো, গাজর, মাংস, খেজুরসহ বিভিন্ন পণ্য সংরক্ষণের জন্য কোল্ড স্টোরেজ তৈরিতে নতুন বিনিয়োগ করতে।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ কোল্ড স্টোরেজ অ্যাসোসিয়েশন সভাপতি মোস্তফা আজাদ চৌধুরী বলেন, 'বর্তমানে ব্যাংক ঋণের সুদ ১৩-১৪শতাংশ।উচ্চ সুদে ঋণ নিয়ে আমরা প্রজেক্ট করলে সেটা লাভজনক করা মুশকিল হয়ে পড়বে। এ কারণে সরকার আমাদেরকে বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে, বা বিদেশ থেকে ফান্ড নিয়ে আমাদেরকে ৩-৪শতাংশ সুদে ঋণ দেয় তাহলে আমরা এ খাতে বিনিয়োগ করতে পারবো।

তিনি আরো বলেন, 'দেশের কোল্ড স্টোরেজগুলোতে ৪টি করে চেম্বার রয়েছে। যেগুলো দুর্বলভাবে ব্যবসা করছে, সেগুলোর একটি বা দুটি চেম্বারকে বিশেষভাবে পেঁয়াজ বা অন্য পেরিশেবল কৃষিপণ্য সংরক্ষণের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। এজন্য দরকার বিনিয়োগ, যে সহায়তাটুকু সরকারের কাজ থেকে আমরা চাই।

সাপ্লাইচেইনে কোল্ড স্টোরেজ আমাদের কি ভুমিকা রাখতে পারে তা নিয়ে বাংলাদেশ কোল্ড স্টোরেজ অ্যাসোসিয়েশন ও সেভার ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড তিন দিন ব্যাপি বসুন্ধরার আইসিসিবিতে প্রদর্শনীর আয়োজনের কথাও জানায়। মেলাটি আগামী ১৬ মে থেকে ১৮ মে পর্যন্ত চলবে বলে ঘোষণা দেয় তারা। এতে কোল্ড স্টোরেজের নানা প্রযুক্তির প্রদর্শনী থাকবে।

মিট দ্যা প্রেস অনুষ্ঠানে রেফ্রিজারেশন, এয়ার কন্ডিশনিং এবং কোল্ড চেইন পলিসি ইমপ্লিমেন্টেশন (ব্রামা) প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান বলেন, 'পুরো একটি কোল্ড স্টোরেজ আমদানি করতে আমাদের ১শতাংশ এর মত শুল্ক দিতে হয়। কিন্তু যখন এর একটা পার্টস আমদানি করতে হয় তখন আমাদের এই শুল্ক ১৩০শতাংশ হয়ে যায়।বিনিয়োগের জন্য এটা একটা বড় সংকট।এটা ৩-৫শতাংশের এর মধ্যে হলে ভালো হয়।

বক্তারা বলেন, ভারত পেঁয়াজ রপ্তানি বন্ধ করলেই সংকট হয়, অথচ আমাদের পেঁয়াজ নষ্ট হয়।এর জন্য স্পেশালাইজড কোল্ড স্টোরেজ দরকার।তরমুজ, আম, টমেটো, গাজরের জন্য কোল্ড স্টোরেজ দরকার।কারণ হাজার হাজার টন এসব খাদ্য পণ্য উৎপাদন করলেও তা একটা সময় মাঠেই নষ্ট হয়। এখানে খাদ্য নিরাপত্তার জন্য স্টোরেজ গুরুত্বপূর্ণ।

অনুষ্ঠানে কোল্ড স্টোরেজ অ্যাসোসিয়েশনের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ইসতিয়াক আহমেদ বলেন, 'কোল্ড স্টোরেজ শুধু খাদ্য নিরাপত্তা নয়, নিরাপদ খাদ্যের জন্যও দরকার। কারণ অনেক খাবারে প্রিজারভেটিভ দিয়ে সংরক্ষণ করতে হয়, যেটা কোল্ড স্টোরেজে রাখতে হলে দরকার হবে না।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সেভার ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. ফয়জুল আলম চৌধুরী। এক প্রশ্নের উত্তরে মোস্তফা আজাদ চৌধুরী বলেন, 'আলুর উৎপাদন কম হওয়ায় এ বছর কেজিতে ৫০ টাকার বেশি দাম দিয়ে ভোক্তাদের আলু কিনে খেতে হবে।

তিনি বলেন, 'গত বছর কোল্ড স্টোরেজে যেসব আলু সংরক্ষণ করা হয়েছিল সেগুলোর দাম ছিল ৮ থেকে ১২ টাকা কেজি। এবারে যেগুলো রাখা হচ্ছে সেগুলোর দাম ২৫ থেকে ৩০ টাকা, কৃষকরা এবার এই দামে আলু বিক্রি করেছেন। কয়েকগুণ বেশি দাম দিয়ে এসব আলু যখন বাজারে আসবে, তখন এর দামও বেশি হবে।

তিনি বলেন, 'জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও রোগবালাইয়ের কারণে এ বছর অন্তত ২০শতাংশ আলুর উৎপাদন কম হয়েছে। একই সঙ্গে সংকট ও বাজার অস্থিরতার কারণে ভালো দাম পেয়ে কৃষক অন্তত ৩০শতাংশ আলু তুলে বাজারে বিক্রি করে দিয়েছে। মুন্সিগঞ্জের কোল্ড স্টোরেজগুলোতে এ বছর ৩০শতাংশ কম আলু সংরক্ষণ হয়েছে, ঠাকুরগাও, রংপুরের মত জায়গাগুলোতে ১০-২০শতাংশ কম আলু সংরক্ষণ করা হয়েছে। যে কারণে এ বছর বেশি দাম দিয়ে আলু খেতে হবে।

সারাবাংলা
sarabangla.net

আলুর দাম আরও বাড়তে পারে— জানাল কোল্ড স্টোরেজ অ্যাসোসিয়েশন

March 28, 2024 | 6:38 pm

6 Shares

সিনিয়র করেসপন্ডেন্ট

ঢাকা: গত বছরের চেয়ে এবার দ্বিগুণের চেয়ে বেশি দামে আলু কিনতে হচ্ছে বলে দাবি করেছেন কোল্ড স্টোরেজ অ্যাসোসিয়েশনের নেতারা। বেশি দামে আলু কিনে সংরক্ষণ করায় আগামীতে আরও বেশি দামে আলু বিক্রি করতে হবে বলে জানিয়েছেন সংগঠনটির নেতারা।

বৃহস্পতিবার (২৮ মার্চ) রাজধানীর পল্টনের বাংলাদেশ কোল্ড স্টোরেজ অ্যাসোসিয়েশন ও সেভার ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড আয়োজিত এক 'মিট দ্য প্রেস' অনুষ্ঠানে সংগঠনটির নেতারা এসব কথা জানান। আগামী মে মাসে তিন দিনব্যাপী কোল্ড চেইন প্রদর্শনী উপলক্ষে এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

বাংলাদেশ কোল্ড স্টোরেজ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মোস্তফা আজাদ চৌধুরী বলেন, 'এ বছর কৃষক আলুর ভালো দাম পাচ্ছেন। গত বছর আলুর দাম ছিল ৮ থেকে ১২ টাকা। এবার কৃষকরা উচ্চ মূল্যে অর্থাৎ ২৫-৩২ টাকা কেজি দরে আলু বিক্রি করেছে। বেশি দামে কিনে যেহেতু কোল্ড স্টোরেজ করা হয়েছে তাই এবার আলুর দাম বেশি হবে।'

এক প্রশ্নের উত্তরে মোস্তফা আজাদ চৌধুরী বলেন, 'উৎপাদন কম হওয়ার কারণে এ বছর ৫০ টাকার বেশি দাম দিয়ে ভোক্তাদের আলু কিনে খেতে হবে।' আলুর দাম বাজারে আরও বেশি থাকতে পারে বলেও ইঙ্গিত দেন তিনি।

বিজ্ঞাপন

মোস্তফা আজাদ চৌধুরী বলেন, 'এবার মৌসুমের শুরুতে বাজারে আলুর দাম অনেক বেশি ছিল। কৃষক বেশি লাভের আশায় পুরোপুরি পরিপক্ক হওয়ার আগেই আগাম আলু তুলেছে। এতে প্রায় ৩০ শতাংশ আলু আগেই উঠানো হয়েছে; এটাই ক্ষতি হবে। ফলে এবারও আলু আমদানি করতে হবে। ইতোমধ্যে পটেটো চিপস কোম্পানিগুলোর চাহিদার কারণে এক হাজার মেট্রিকটন আলু আমদানি করা হয়েছে।'

এয়ার কন্ডিশনিং এবং কোল্ড চেইন পলিসি ইমপ্লিমেন্টেশন সংক্রান্ত এফবিসিসিআইয়ের স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান বলেন, 'পুরো একটি কোল্ড স্টোরেজ আমদানি করতে আমাদের ১ শতাংশ এর মত শুল্ক দিতে হয়। কিন্তু যখন এর একটা পার্টস আমদানি করতে হয় তখন আমাদের এই শুল্ক ১৩০ শতাংশ হয়ে যায়। বিনিয়োগের জন্য এটা একটা বড় সংকট। এটা ৩-৫ শতাংশ এর মধ্যে হলে ভালো হয়।'

Google দ্বারা বিজ্ঞাপন
মতামত জানান
এই বিজ্ঞাপনটি দেখা

অনুষ্ঠানে কোল্ড স্টোরেজ অ্যাসোসিয়েশনের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ইশতিয়াক আহমেদ বলেন, 'কোল্ড স্টোরেজ শুধু খাদ্য নিরাপত্তা নয়, নিরাপদ খাদ্যের জন্যও দরকার। কারণ অনেক খাবারে প্রিজারভেটিভ দিয়ে সংরক্ষণ করতে হয়, যেটা কোল্ড স্টোরেজে রাখতে হলে দরকার হবে না। এখানেও আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে।'

বিজ্ঞাপন

বাংলাদেশের পচনশীল পণ্যের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সরবরাহ ঠিক রাখতে কোল্ড চেইন ব্যবস্থার উন্নয়নের দাবিও জানান খাত সংশ্লিষ্টরা। সমন্বিত কুল চেইন নীতি নির্ধারণ ও কোল্ড স্টোরেজ ব্যবসায়ীদের জন্য স্বল্প সুদে লোনের ব্যবস্থা করে এই খাতের উন্নয়নের আহ্বানও জানান তারা।

দেশে বর্তমানে ৪ শতাধিক কোল্ড স্টোরেজ রয়েছে। সেগুলোতে আলু সংরক্ষণ করা হয়। কিন্তু দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতে উদ্যোক্তারা চান পেঁয়াজ, টমেটো, গাজর, মাংস, খেজুরসহ বিভিন্ন পণ্য সংরক্ষণের জন্য কোল্ড স্টোরেজ তৈরিতে নতুন বিনিয়োগ করতে। এ জন্য সরকারের কাছে কম সুদে মূলধন চান এ খাতের উদ্যোক্তারা।

অনুষ্ঠানে জানানো হয়, রাজধানীর কুড়িলে ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরা (আইসিসিবি) তে আগামী ১৬ মে থেকে ১৮ মে তিন দিনব্যাপী কোল্ড চেইন বাংলাদেশ ২০২৪ প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হবে। এই প্রদর্শনীটি কোল্ড চেইন প্রযুক্তির অগ্রগতি প্রদর্শন এবং বাংলাদেশে কোল্ড স্টোরেজ এবং লজিস্টিকসের দক্ষতা বাড়ানোর কৌশল নিয়ে আলোচনা করার একটি প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করবে। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কোল্ড স্টোরেজের নানা প্রযুক্তির প্রদর্শনী থাকবে।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সেভার ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. ফখরুল আলম চৌধুরী।

বিজ্ঞাপন

সারাবাংলা/ইএইচটি/পিটিএম

THE BUSINESS STANDARD

Potato prices may rise above Tk50/kg this year: Cold Storage Association

A three-day cold chain exhibition will begin 16 May

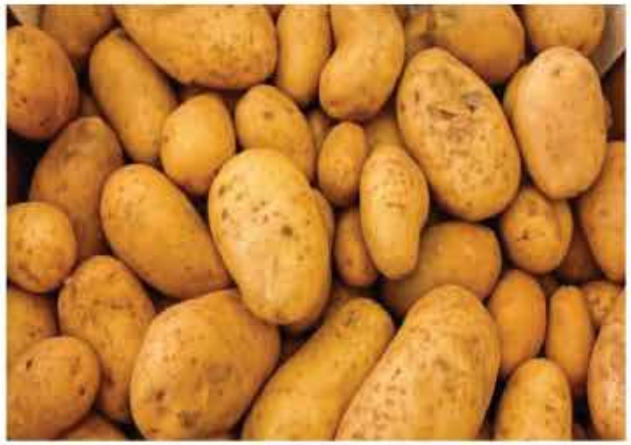

File photo of potato/Unsplash

Consumers might have to buy potatoes for over Tk50 per kg this year due to low production, said the Bangladesh Cold Storage Association.

"Last year potatoes that were stored in cold storage were bought for Tk8-12 per kg. The potatoes that are being stored this time are bought for Tk25-30 per kg from farmers. The prices will be much higher when these potatoes hit the market," said Bangladesh Cold Storage Association President Mostafa Azad Chowdhury during a "meet the press" organised by the association along with Saver International Limited at Paltan in the capital On Thursday (28 March).

He said due to the effects of climate change, natural calamities and diseases, the production of potatoes has decreased by at least 20% this year. At the same time due to the financial crisis and market volatility, the farmers harvested at least 30% of the potatoes early and sold them in the market as they were getting good prices, Mostafa said.

Cold storages in Munshiganj have stored 30% less potatoes this year, and places like Thakurgaon and Rangpur have stored 10-20% less potatoes, he said.

Keep updated, follow The Business Standard's Google news channel

"These factors will ultimately result in higher potato prices," he warned.

Entrepreneurs demand low-interest capital to invest in cold storage

Currently, there are more than 400 cold storage in the country where potatoes are stored. But to ensure the country's food security, entrepreneurs said they want to make new investments in cold storage to store various products including onions, tomatoes, carrots, meat, and dates.

They said the sector needs low-interest capital from the government.

The Cold Storage Association president said, "At present, the interest rate on bank loans is 13-14%. If we project with high-interest loans, it will be difficult to make it profitable. For this reason, if the government gives us a loan at 3-4% interest through Bangladesh Bank, or by taking funds from abroad, then we can invest in this sector."

He further said, "There are four chambers in each cold storage of the country. For those that are doing business poorly, one or two chambers may be used specifically for storing onions or other perishable produce. For this, we need low-interest capital support from the government."

The Bangladesh Cold Storage Association and Saver International Limited are organising a three-day exhibition starting on 16 May at ICCB in Bashundhara highlighting the role of cold storage in the supply chain. It will have exhibitions on various technologies of cold storage.

UNB
UNITED NEWS OF BANGLADESH

Cold storage owners want integrated policy to enhance cold chain efficiency for sustainable goods supply

Cold Chain Bangladesh 2024 Exhibition in May

UNB NEWS · DHAKA · PUBLISH- MARCH 28, 2024, 05:06 PM · UNB NEWS

Bangladesh Cold Storage Association (BCSA) on Thursday urged for an integrated policy for the development of cold chain infrastructure in the country to ensure a strategic supply of perishable goods such as potatoes, onions, and tomatoes in off-seasons.

The leaders of BCSA said this at a meet the press, held at BSCA Office in Paltan in the capital ahead of the Cold Chain Bangladesh-2024 exhibition, scheduled to be held at the International Convention City Bashundhara (ICCB) in May this year.

Savor International Ltd, in collaboration with the BCSA, will organise the exhibition, with participation of 14 countries.

Mostofa Azad Chowdhury Babu, President of BCSA, said there is an urgent need to reform the current financial structure including introducing lower interest rates for investments in cold chain management.

He highlighted the necessity of accessing loans from foreign sources at lower interest rates to facilitate the development of state-of-the-art cold chains.

BCSA President said in the exhibition, stakeholders will advocate for implementing public-private partnerships (PPPs) in cold chain management, emphasising the importance of specialised cold storage facilities and post-harvest management education for farmers and industry professionals.

In response to a question, he expressed concerns over potential potato shortages and urged authorities to provide accurate data on potato production to mitigate market disruptions.

He expressed his concern that consumers might have to buy potatoes at over Tk 50 a kg as farmers' level price is Tk 27-32 a kg this year, which was a maximum Tk 18 a kg last year.

Mohammad Asaduzzaman, President of Bangladesh Refrigeration and Air-conditioning Merchant Association (BRAMA) and Chairman of the Standing Committee on Refrigeration, Air Conditioning, and Cold Chain Policy Implementation of FBCCI, mentioned the challenges faced in importing cold storage equipment and spare parts, which is needed to cut higher import to stimulate investment in the country's cold chain infrastructure.

Istiaque Ahmed, Senior Vice President of the Cold Storage Association, emphasised that cold storage is essential not only for food security but also for ensuring food safety by reducing the need for harmful preservatives.

Md Faizul Alam, Managing Director of Savor International Ltd, Md Hasmotuzzaman, Chairman RP, ASHRAE Bangladesh Chapter also spoke among others at the event.

MEET THE PRESS
COLD CHAIN
BANGLADESH 202
Date: 28 March 2024 | Venue: Bangladesh Cold Storage Association
Organized By
In Association with
SAVOR
DHAKA POST
Event Partner
POSTMASTER

ntv
2:25 PM
আন্তর্জাতিক

ekattor.tv
MEET THE PRESS
COLD CHAIN
BANGLADESH 2024
Date: 28 March 2024 | Venue: Bangladesh Cold Storage Association
SAVOR
ASHRAE
হিমাগার মালিকদের সংবাদ সম্মেলন
চাহিদা অনুযায়ী আলু'র উৎপাদন ও সঠিক সংরক্ষণ করা যায়নি

MEET THE PRESS
COLD CHAIN
BANGLADESH 2024
Date: 28 March 2024 | Venue: Bangladesh Cold Storage Association
SAVOR
asian

MEET THE PRESS
COLD CHAIN
BANGLADESH 2024
Date: 28 March 2024 | Venue: Bangladesh Cold Storage Association
Organized By
In Association with
SAVOR
HD
ATN
NEWS

MEET THE PRESS
COLD CHAIN
BANGLADESH 2024
Date: 28 March 2024 | Venue: Bangladesh Cold Storage Association
SAVOR
CHANNEL
HD